Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৩ মে, ২০১৭

৪০ বর্ষ ২০ সংখ্যা ২২ মে, ২০১৭, সোমবার, ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪

ইস্পাতনগরীর জল সংকটের সমাধান চেয়ে বিধায়কের চিঠি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৭ মে : দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর জল-সংকটের স্থায়ী সমাধান চেয়ে ইস্পাত কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিলেন দুর্গাপুর (পূর্ব) বিধানসভার বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়। জল সরবরাহের পাইপলাইনে বার বার ফাটলের জন্য চলতি মাসের ৫ তারিখ থেকে ইস্পাতনগরীতে লাগাতার জল সংকট চলছে। তীব্র গরমে কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে বাসিন্দাদের। কর্তৃপক্ষ কিছু জলের ট্যাঙ্কারের সংস্থান করলেও তা চাহিদার তুলনায় নগণ্য। দুর্গাপুর (পূর্ব) বিধানসভার বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় এই সমস্যার সমাধানের জন্য অবিলম্বে ইস্পাত কর্তৃপক্ষকে ইউনিয়ন সমূহের সঙ্গে আলোচনা করার দাবি জানিয়েছেন। এছাড়া তিনি জল-সংকটের স্থায়ী সমাধানের সূত্র খুঁজতে ইস্পাতনগরীর নগর প্রশাসনের সাথে ইউনিয়ন সমূহের বৈঠক চলাকালীন সময়ে হামলা চালানোর তীব্র নিন্দা করেছেন। উল্লেখ্য যে ইউনিয়ন নেতৃত্ব সহ আধিকারিকদের গুরুতরভাবে শারীরিক নিগ্রহ করে জখম করার মতো জঘন্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত দোষীদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণে টালবাহনা করায় তিনি তারও নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি আশংকা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, এর ফলে ভবিষ্যতে ইস্পাতনগরীতে আইনশঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে।

উল্লেখ্য যে, ইস্পাতনগরীতে জলসংকটের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে হিন্দুস্তান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সিআইটিইউ) দুর্গাপুর ইস্পাত কর্তৃপক্ষের জি এম (পি এ্যাণ্ড এ)-এর কাছে ধর্ণা-বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ইউনিয়নের পক্ষে প্রফুল্ল মণ্ডল জানান, কর্তৃপক্ষ ১৯ মে থেকে জলসরবরাহের উন্নতির আশ্বাস দিলেও তা স্থায়ীভাবে কার্যকর হচ্ছে না, আসলে জলসংকটের স্থায়ী সমাধানের জন্য সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের প্রয়োজন। জলের পাইপলাইন মেরামতির জায়গায় বিধায়ক ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ প্রতিদিন হাজির থেকে কাজের অগ্রগতির বিষয়টি সরেজমিনে তদারকি করছেন।

জন্মদিনে হো চি মিন-কে শ্রদ্ধা

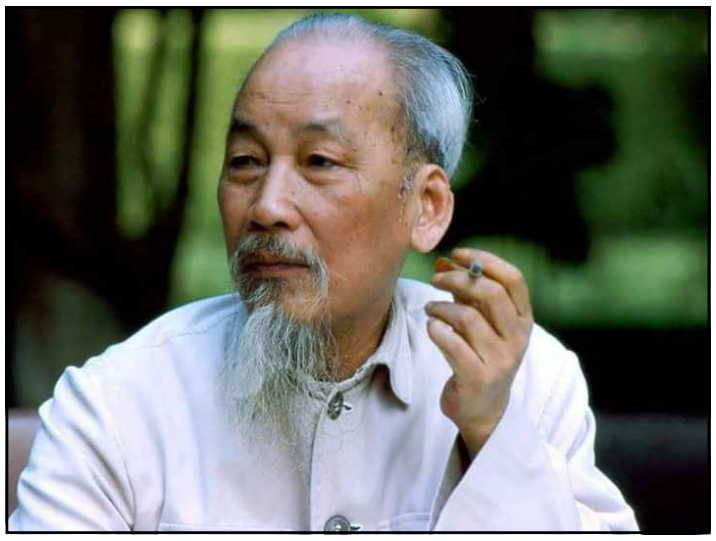

হো চি মিন ছিলেন ভিয়েতনামের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কিংবদন্তী নায়ক। এশিয়ার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত তিন কোটি দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষের একটি ক্ষুদ্র দেশ ছিল ভিয়েতনাম। দুই পর্যায়ে সুদীর্ঘ ১০০০ বছর ছিল চীন সাম্রাজ্যের অধীনে। ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসন। অত্যাচারিত কৃষকদের বেশ কয়েকটি বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করা হয়। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হো চি মিন-এর জন্ম ১৮৯০ সালের ১৯ মে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল নগুয়েন থাট থান, কিন্তু ধারাবাহিক সংগ্রামী জীবনের একটি পর্যায়ে ১৯৪১ সালে তিনি 'হো চি মিন' নামটি গ্রহণ করেন, যার অর্থ 'যিনি আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন'।

১৯১১ সালে ২১ বছর বয়সে এক ফরাসি জাহাজে চাকরির সুবাদে তিনি বিশ্বের নানা দেশের সংগ্রামী আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস নেন। তিনি লন্ডন ও প্যারিসে যান এবং ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা নেন। ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যখন ভার্সেই সম্মেলন হয় তখন ২৯ বছর বয়সের হো চি মিন সম্মেলনের কাছে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার দাবি জানান। কিন্তু তাঁর আবেদনে কোনো দেশ কর্ণপাত করেনি। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে আবেদন-নিবেদন নয়, শ্রমিক-কৃষকের সম্মিলিত সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে। ১৯২৩ সালে মস্কোতে গিয়ে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের লক্ষ্যে লেনিন-প্রতিষ্ঠিত কমিনটার্ন-এ তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দক্ষিণ চিনে গিয়ে নির্বাসিত ভিয়েতনামিদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ১৯৩০ সালে ইন্দো-চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। ৩০-এর দশক তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনে কাটান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪১ সালে ইন্দোচিনে জাপানি অভিযান ঘটে। হো চি মিন দেশে ফিরে আসেন এবং কমিউনিস্ট নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে 'ভিয়েতমিন' গঠন করেন। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের পর ভিয়েতমিন ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু ফ্রান্স তার উপনিবেশ ছাড়তে অস্বীকার করায় ১৯৪৬ সালে যুদ্ধ শুরু হয়। আট বছর যুদ্ধ চলার পর ফ্রান্স জেনেভায় শান্তি আলোচনায় বাধ্য হয়। ঠিক হয়, আপাতত কমিউনিস্ট উত্তর ও অ-কমিউনিস্ট দক্ষিণ দুই ভিয়েতনাম থাকবে, দু-বছর পর আন্তর্জাতিক তদারকিতে জাতীয় নির্বাচন হবে। হো চি

—এরপর চারের পাতায়

বধূ হত্যার অভিযোগে স্বামী ও শ্বশুর গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ মে : বধূহত্যার অভিযোগে স্বামী বেচারাম দাস ও শ্বশুর দিপু দাসকে গ্রেপ্তার করল মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। কয়েক বছর আগে রীতিমত যৌতুক দিয়ে বিয়ে হয় মন্তেশ্বর থানার বামুনপাড়া গ্রামের মাম্পি দাসের (২৩)। তাদের দুটি শিশুপুত্র আছে। মাম্পির ভাই বাপ্পা দাসের অভিযোগ, অতিরিক্ত পণ আদায়ে দিদির উপর অত্যাচার শুরু করে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। দফায় দফায় বেশ কয়েক হাজার টাকা দিয়েও সে অত্যাচার বন্ধ হয়নি। গতকাল তা চরমে ওঠে। গলাটিপে মাম্পিকে হত্যা করা হয়। ফোনে খবর দিয়ে বলা হয় মাম্পি আত্মহত্যা করেছে। তারা শ্বশুরবাড়ির ছ'জনের বিরুদ্ধে মন্তেশ্বর থানায় অভিযোগ করেছে।

মহকুমা শাসকের মানবিক মুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ মে : কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়ার উদ্যোগে এক গর্ভবতী মহিলাকে উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বছর ২৮এর স্বামী পরিত্যক্তা এই মহিলা দীর্ঘদিন নিভুজি এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। আপনজন বলতে কেউ নেই। মানসিক বিকারগ্রস্ত এই মহিলার নির্দিষ্ট থাকা বা খাওয়ার সংস্থানও নেই। এই অবস্থায় তাঁর চিকিৎসার খুব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হাসপাতালে কে নিয়ে যাবে! খবরটি মহকুমাশাসকের কাছে গেলে তিনি বিলম্ব করেননি, তাঁরই উদ্যোগে গতকাল সন্ধ্যায় মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই জানান, বর্তমানে তিনি ভাল আছেন। উল্লেখ্য যে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি এই রকমই একজন মানসিক প্রতিবন্ধী গর্ভবতী মহিলাকে উদ্ধার করা হয় কালনা রেল স্টেশনের ওভারব্রিজ থেকে। তাঁকে প্রথমে কালনা মহকুমা হাসপাতাল, পরে হোমে পাঠানো হয়।

গভীর রাতে ইট বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় দোকান ধ্বংস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ মে : গভীর রাতে ইট বোঝাই একটি ট্রাক দোকান ঘরে ঢুকে পড়ায় চারটি দোকান ধ্বংস হল। অবশ্য প্রাণহানি ঘটেনি। রাত দু'টো নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর ট্রাক চালক ও খালাশি গা ঢাকা দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এলেও কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ, দোকানের মালিকরা জানান, ট্রাকটি নদিয়া থেকে ইট বোঝাই করে হুগলির দিকে যাচ্ছিল। ট্রাক মালিকের বাড়ি নদিয়ায়।

সংকটে শস্যগোলা, ধুঁকছে শিল্পাঞ্চল, জেলা বিপন্ন, চলো নবান্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ মে : গত এক মাসে শস্যগোলাতেই ৭ জন কৃষকের আত্মহত্যা। সরকার চাপা দিতে বাড়িতে ঝগড়া করে আত্মহত্যা বলে গল্প ফাঁদছে। এতেই ফুঁসছে কৃষক। ক্ষোভের আগুন গনগনে হচ্ছে। তারই আঁচ পড়বে নবান্নে। শাসকের রক্তচক্ষু থোরাই কেয়ার। দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে। 'বেঁচে থেকেই বা কী লাভ'? দিদির রাজত্বে দগ্ধে দগ্ধে মরার চেয়ে নবান্নে পুলিশের গুলিতেই না হয় প্রাণ যাবে।" এমনই কথোপকথন চললো বর্ধমান সদরের এক সেলুনে। ২১ মে সেলুনে বসে প্রবীণ কৃষক তৈয়েব সেখ জানালেন চাষির জীবনে এত দুর্দশা এই ছ'বছরে। শাসকের ভয়ে মুখ খুলছে না। জোট বাঁধতেই হবে। অন্য চাষির মন্তব্য— যা চলছে এবার চাষ

বন্ধ হবে।

২২ মে ভোরের আলো ফোটার আগেই বর্ধমান রেল স্টেশনে হাজির আশপাশ থেকে আসা মানুষ। যত বেলা গড়াচ্ছে ততই লাল পতাকায় ছেয়ে যাচ্ছে স্টেশন চত্বর। মিডিয়ার মাধ্যমে জেনে গেছে মুখ্যমন্ত্রী এবারও থাকছেন না। কটূক্তি মুখে মুখে। ফের পালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি নিজের চোখে দেখবেন না। ২৩ মার্চ বামপন্থী কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন ঘোষণা করে নবান্ন অভিযানের। চলে প্রচার, প্রস্তুতি দুমাস ধরে। রোদের গনগনে তাপের সঙ্গে অভিযানের তাপও বেড়েছে। ১৮ দফা দাবির সঙ্গে মানুষের জীবন, যন্ত্রণা মিলেছে। তাই উত্তর দেবার ভয়ে মুখ্যমন্ত্রী আগেই পথ দেখেছে। রাইসমিল ছাঁটাই শ্রমিক শিবতি মুণ্ডা, ওড়গ্রাম থেকে আসা কৃষক আমির আলি খেতমজুর রাম বাস্কে সকলেই যাচ্ছে এবারও জবাব চাইতে।

বিধান রায়ের 'স্বপ্ন' দুর্গাপুর আজ মরুভূমিতে পরিণত। এই ছয় বছরে একটার পর একটা কারখানা, শিল্প বন্ধ হয়েছে। শাসকের চোখ রাঙানি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজে মানুষ অতিষ্ট। দুর্গাপুরকে বাঁচাতে বামপন্থীরা পদযাত্রা, মিছিল, মিটিং আন্দোলনে আছে লাগাতার। তারই ঢেউ আছড়ে পড়বে নবান্নে। 'দুর্গাপুর বিপন্ন, চলো নবান্ন'। ডাক উঠেছে সারা দুর্গাপুরে। মরণ-বাঁচন লড়াইয়ে যত মানুষের ভিড় বাড়ছে ততই শাসক সন্ত্রাসের মাত্রা

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

২২ মে, ২০১৭

এ বঙ্গে আজ কে যাবে সঙ্গে নবান্নে

এ বঙ্গে আজ কে যাবে সঙ্গে নবান্নে! আমি যাব, তুই কি যাবি?

চোর ধর, জেলে ভরো— এই দাবিতে জ্বর, মাথা ব্যথা নিয়েই আমরা যাচ্ছি। শয়তানদের নবান্ন থেকে উৎখাত করব। খারাপ সময় থাকে না জীবনে, কিন্তু যারা খারাপ আচরণ করে তাদেরকে সারা জীবনেও ভোলা যায় না। মানুষের সাথে, মানুষের পাশে একমাত্র বামপন্থা, এভাবেই লড়াই চলছে। ছোট ছোট কুঁড়িদের ফোটানোর সংগ্রাম জারি রয়েছে। সব হাতে কাজ চাই, কাজ চাই সব হাতে। বেশি কিছু চাই না তো, চাই শুধু আলু ভাতে। শ্রমিক ভাই, তোমার হাতুড়িটা ধরো শক্ত হাতে, চাষি ভাই কাস্তেটায় শান দিয়েছো তো আগের রাতে! হাতে গোনা আর কয়েকটা প্রহর মাত্র। বাধা দিলেই বাধবে লড়াই, রাজপথ হবে লাল— আরো লাল। প্রস্তুতি তাই সেরে নাও ভাই, আনবোই নতুন সকাল!

আচ্ছে দিন, আর দখলের রাজনীতি।
জীবন ঘিরেছে অন্ধকারের ভয়ভীতি।।
বন্ধ কারখানা খোলো, নতুন কারখানা গড়ো!
এক আওয়াজ তোলো!!
ঘরে যাদের নেই অন্ন,
চাকরি নেই বেকার প্রজন্ম,
বলছে সকলেই চলো নবান্ন!
চলো নবান্ন! কেন নবান্ন!
দেশ বিপন্ন, তাই যেতে হবে নবান্ন!
লড়াইয়ের কামারশালায় এমনই ক্ষোভ,
হাপরের মুখ ঘুরেছে নবান্ন অভিমুখ।
অভিযানের ধাক্কা, বঞ্চনা মেনে রেশনে নির্দেশ—
কাল কী হবে অপেক্ষায় সমগ্র দেশ।
প্রস্তুতি তুঙ্গে, সাবধান মন্ত্রী-সান্ত্রী,
সিংহাসন আড়াল করে পালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী!

সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পী দেবাশিষ সেনগুপ্ত প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৯ মে : সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পী দেবাশিষ সেনগুপ্ত প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি তাঁর স্ত্রী ও ভাইবোনদের রেখে গেছেন। দেবাশিষ সেনগুপ্ত রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ সংগঠক ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ রানিগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। রানিগঞ্জ গার্লস কলেজের শিক্ষাকর্মী হিসাবে কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্যও ছিলেন তিনি। এক সময়ে রানিগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। রানিগঞ্জ বইমেলার সাথে যুক্ত থাকতেন। তাঁর মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিধায়ক রুনু দত্ত ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ বর্ধমান জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অনুপ মিত্র সহ বহু সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষ বিশিষ্ট এই সাংস্কৃতিক কর্মীকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাসভবনে আসেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. আমেরিকার দাসবিদ্রোহী নিগ্রোনেতা জন ব্রাউন কবে জন্মান? কীভাবে কবে মৃত্যু হয়?
২. পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম চক্ষু ব্যাঙ্ক কোথায় কবে স্থাপিত হয়েছিল?
৩. ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করে কবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়? কবে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল? এই বিশ্বযুদ্ধে কত মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল?
৪. প্রথম এভারেস্টজয়ীদের অন্যতম তেনজিং নোরগে কবে প্রয়াত হন? কবে তিনি এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠেন? কবে তেনজিং জন্মান?
৫. 'গাছের প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে'—কে প্রথম বলেন? কবে তিনি কোথায় এর প্রমাণ দেখান?
৬. কবে কঙ্গোর একটি মালবাহী বিমানে উড়ন্ত অবস্থায় দরজা খুলে গেলে ২০০ জনের মৃত্যু হয়? কতজন আহত অবস্থায় উদ্ধার হয়?
৭. বিপ্লবী রাসবিহারী বসু কী নাম নিয়ে কবে ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে কোন জাহাজে চড়ে জাপান যান?
৮. 'ম্যালেরিয়া' রোগের জীবাণু কে আবিষ্কার করেন? তিনি কবে কোথায় জন্মান? তিনি কবে কোথায় ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেন?
৯. ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী কবে নোবেল পুরস্কার পান?
১০. 'স্মল পক্স'-এর টীকা কে কবে আবিষ্কার করেন?
১১. এশিয়া মহাদেশে নতুন রাষ্ট্র 'ইজরায়েল' কবে গঠিত হয়? রাজধানী কোথায় হয়?
১২. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'দ্য ভ্যানগার্ড অব ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স' কবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদানের শতবর্ষে বিদ্রোহী কবি

অরুণ মজুমদার

দেখতে দেখতে এসে গেল বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের ১১৮ তম জন্মদিন। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৯৯ সালের ২৪ মে বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ কবির জন্ম। পিতা ফকির আহমদ প্রয়াত (১৩১৪) হবার পর পরিবারটি চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি হন। বলা যায় তখন থেকেই নজরুল সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনের বিশাল প্রাকৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপত্র লাভ করেন। লেটোর দলে যোগদান, গান লেখা, আসানসোলে পাউরুটির কারখানায় চাকুরি ইত্যাকার কাজে যুক্ত হন। একজন দারোগাবাবু নজরুলের বাল্যের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর দেশ ময়মনসিংহের ত্রিশালে দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি করে দেন। ওখানেও ভালো লাগল না, ফিরে এলেন রানিগঞ্জে, শিয়ারসোল রাজ স্কুলে ৮ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। অসাধারণ প্রতিভাবান ছাত্রটির পরিচয় পেয়ে স্কুলের বেতন, হস্টেল চার্জ সব ফ্রি উপরন্তু রাজবাড়ি থেকে মাসিক ৭ টাকা বৃত্তি পেতে শুরু করেন। তখনকার ৭ টাকা আজকের বিচারে অনেক অনেক টাকা।

এক সময় বিশ্বখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গোর্কিও পাউরুটির কারখানায় শিক্ষানবিশী করেছিলেন। পরবর্তীতে উভয়েই মানব মুক্তির একমাত্র সোপান সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। শিয়ারসোল স্কুলে সহপাঠীদের অন্যতম ছিলেন সাহিত্যিক শৈলাজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। দুজনেই বিশ্বাস করতে লাগলেন একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামই পারে ভারতকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়েই যোগ দিলেন সেনাবিভাগে, ৪৯ নং বেঙ্গলি রেজিমেন্টে। শৈলজানন্দ ভর্তি হতে পারেননি। করাচি থাকাকালেই পদোন্নতি হয়ে হাবিলদার পদে উন্নীত হন। ১৯১৭ সালটি বিশ্বপঞ্জিতে একটি উল্লেখযোগ্য সাল। মানব মুক্তির আদর্শে মহান কার্ল মার্কসের অন্যতম অনুসারী লেনিন এবং তাঁর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ায় প্রথম শ্রমিক কৃষক তথা মেহনতি মানুষের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত ক্ষমতা, জার, জমিদার-পুরোহিতদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের হাতে আসে। সেই বিপ্লবের বার্তা (নভেম্বর বিপ্লব) ছড়িয়ে যায় সারা বিশ্বে। দেশপ্রেমিক মানুষেরা এই নব্যতম রাষ্ট্রমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশে দেশে আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন। ৪৯ নং বেঙ্গলি রেজিমেন্ট-এ বার্তা তরঙ্গায়িত হয়ে পড়ল। নজরুল

উদ্বুদ্ধ হলেন রুশ বিপ্লবের আহ্বানে। ইতিমধ্যে যুদ্ধশেষে রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হল। রেজিমেন্টে থাকাকালীন সময়েই তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করেন আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরাজি ভাষায়। সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁর বুৎপত্তি অসাধারণ। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী নজরুল সহজেই কাব্যলক্ষ্মীর অন্দরে নিজের ভিত্তি সুদৃঢ় ভাবে প্রোথিত করেন। ১৯১৭ সালে নজরুল সেনাবিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। সে হিসাবে তারও শতবর্ষ পূর্ণ হল এবছর। ১৯১৭ সালেই প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক রাসবিহারী বসুও জাপান চলে যান বৈপ্লবিক কাজকর্মে গতি আনতে। আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ইত্যাদি তো এখন সবার জানা।

৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে তখন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার অফিস। ওখানে থাকেন আর এক দেশপ্রেমিক মুজফ্ফর আহমদ। নজরুল তাঁর সান্নিধ্যে এলেন। আজীবন তাঁদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ই 'বিজলী' পত্রিকায় (২২ পৌষ ১৩২৮) তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাংলায়। অসাধারণ শব্দচয়ন, বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উপমা চয়ন, ভাষার সাবলীল গতি এবং ঝংকার এখনো মানুষকে মুগ্ধতায় এক অনন্য জগতে পৌঁছে দেয়। তাঁর পর থেকে বিদ্রোহী কবি হিসাবেই তিনি পরিচিত হতে থাকলেন। এখনো নামের আগে বিদ্রোহী কবি বলে তাঁকে অভিহিত করা হয়।

মানবমুক্তির শপথে উদ্দীপ্ত কবি মুজফ্ফর আহমদের সহযোগে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ারও প্রাথমিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সঙ্গীত ইন্টারন্যাশনালের তিনি বঙ্গানুবাদ করেন এবং সুর দেন। এর আগে কখনো ইন্টারন্যাশনাল এদেশে গীত হয়নি, কিন্তু নজরুলের সুর দেখা যায় প্রায় কাছাকাছি।

জীবনে অজস্র সম্মান তিনি পেয়েছেন। এক সময় রবীন্দ্রনাথের গানই তিনি গাইতেন। নিজেও গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন, গেয়েছেন, গাইয়েছেন। তাঁর গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি। বিশ্বের নানা প্রান্তের সুর তাঁর গানকে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের পরই যে নামটি উঠে আসে সেই নাম নজরুলের।

—এরপর চারের পাতায়

নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মদিবস এবং নজরুল মেলার ৩৯তম বর্ষ

বিশেষ প্রতিনিধি : এবছর কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মদিবস এবং নজরুল মেলার ৩৯তম বর্ষ। কবিতীর্থ চুরুলিয়ায় এবারের নজরুল মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে নজরুল একাডেমি ও কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে। ২৬ মে মেলার উদ্বোধন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সাধন চক্রবর্তী। এবার নজরুল পুরস্কার পাবেন বাংলাদেশের বাবু রহমান, সুজিত মোস্তাফা, জান্নাত-এ-ফেরদৌসি, ফেরদৌস আরা, ড. আনিসুজ্জামান ছাড়াও সাধন চক্রবর্তী, তিমিরবরণ চক্রবর্তী এবং আসামের কলাশ্রী পরিতোষ বর্মণ। প্রমীলা পুরস্কার পাচ্ছেন রাধারানি কবি এবং বাণী মুখোপাধ্যায়। সাত দিনই থাকছে আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিটি দিনই এক একটি দিবস হিসেবে পালিত হবে। ২৭ মে 'রবীন্দ্রদিবস', ২৮ মে 'প্রমীলা দিবস', ২৯ মে 'রাজা রামমোহন দিবস', ৩০ মে 'ভাষা শহিদ দিবস', ৩১মে এবং ১ জুন 'লোকসংস্কৃতি' দিবস হিসেবে পালিত হবে সদ্য প্রয়াত লোকসঙ্গীত শিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের স্মরণে। অনুষ্ঠানগুলি হবে ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রমীলা মঞ্চে।

একসময়ের রাজা নরোত্তম সিংহের গড় নামে বেশ উঁচু একটি মাটির ঢিপিটির মাটি সরিয়ে সমতল করে বর্তমান মেলার মাঠটি তৈরি হয়েছে। মঞ্চের বাঁ দিকে নজরুলের নামে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ডানদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়। পাশেই সুসজ্জিত কবরস্থানে চিরনিদ্রায় রয়েছেন প্রমীলা দেবী। ১৯৭৬ সালে কাজী সব্যসাচী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের নজরুলের কবরের মাটি এনে প্রমীলা দেবীর কবরের পাশেই স্থাপন করেন নজরুলের প্রতীকি কবর।

নজরুল একাডেমি, নজরুল মেলার আয়োজন বিষয়ে খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করায় একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন একাডেমির সাধারণ সম্পাদক তথা কবি নজরুলের ভাইপো কাজী মজাহার হোসেন। তাঁর কথায়, নজরুল জীবিতাবস্থায় এদেশে প্রাপ্য সম্মান পাননি। অবহেলিত মৃত্যুপরবর্তী সময়েও। ১৯৭৮ সালে শুরু হওয়া নজরুল মেলা ২০১১ পর্যন্ত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রথম বছর অনুদান দেন ১৫০০০ টাকা। শেষ হয় ৬০,০০০ টাকা দিয়ে। ২০১১-র পর থেকে অনুদান একদম বন্ধ। এখন মেলা হয় নজরুলপ্রেমী মানুষজন ও বিভিন্ন সংস্থার অনুদানে ও সক্রিয় সহযোগিতায়।

জাতীয় সড়ক দিয়ে আসানসোল কাল্লা মোড়ের ডান দিকে ঘুরেই কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তায় একে একে পড়বে দোমহানি, বারাবনি কয়লাখনি অঞ্চল। আরও এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে রুক্ষশুষ্ক ধাপে ধাপে সাজানো মালভূমির উচ্চাবচ ধূ ধূ প্রান্তর, দূরে মনুষ্যসৃষ্ট পাহাড় আর সাইকেলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া সারি সারি মানুষের পাহাড় প্রমাণ কয়লা। একটু জল খেতে ইচ্ছে করবে। অবশেষে চুরুলিয়ার চৌধুরী পুকুরের পাশে দাঁড়ানো নজরুলের সাদা মর্মর মূর্তির ডান দিক দিয়ে এগিয়ে গেলেই পৌঁছানো যাবে মরুদ্যান কবিতীর্থে।

অন্য সংস্কৃতি

পুস্তক সমালোচনা

'জীবনের সিঁড়ি বেয়ে' একটি কবিতার বই। বইটির প্রত্যেকটি কবিতার মধ্য দিয়ে কবি শম্ভু ঘোষ এক একটি সিঁড়ি অতিক্রম করেছেন। পথ ভেঙ্গে ভেঙ্গে অন্তিম লগ্নে যে সিঁড়িতে থেমেছেন সেই সিঁড়ির গাঁথনি অত্যন্ত মজবুত। 'এ যুগের সীতা' (বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলা) দক্ষিণ দামোদরের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম সারির মহিলা কর্মীর উদ্দেশ্যে লেখা কবিতা। যাঁর উদ্দেশ্যে এই কবিতা তিনি বর্তমানে জীবিত। কিন্তু তাঁর কাছের মানুষ প্রশান্ত অনেক লড়াই করে আন্দোলনের সুফল দেখে চিরতরে ঘুমিয়েছেন।

শম্ভুবাবু তাঁর লেখার মধ্যে এই মহান দেশপ্রেমিক ও তাঁর সহধর্মিনীকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। বেশিরভাগ পুরুষেরই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পিছনে নারীদের অবদান থাকে কিন্তু সচরাচর তার প্রকাশ থাকে না। কবি শম্ভু ঘোষ এই কবিতায় সেই নারীকে মর্যাদা দিয়ে নারীদেরই সম্মানিত করেছেন। কবিতার ছত্রে ছত্রে একদিকে যেমন তিনি চারপাশের ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করে অনেকের উদ্দেশ্যে স্মৃতিচারণ করেছেন অন্যদিকে বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, গান্ধিজী প্রমুখ মনীষীদের প্রতিও আলোকপাত করেছেন। দৃষ্টি আরোপ করেছেন মার্কসের বিজ্ঞানচেতনা ও লেনিনের সর্বহারার সংগ্রামের প্রতি। 'একুশে দিলাম পা' কবিতায় কবি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বিশেষ সময়ে ধর্মীয় একটি সংগঠনের প্রতি কটাক্ষপাত করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'ছাত্রী শিপ্রা', 'দামিনী', 'ধারা বিবরণী' ইত্যাদি কবিতায় বর্তমান পরিস্থিতিতে নারী নির্যাতনের ভয়ংকর চেহারা তুলে ধরে শাসককে তার কর্তব্যে অবহেলার কারণে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করেছেন। 'ছাত্র সুদীপ্ত' কবিতায় পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ সুদীপ্তর অকালে চলে যাওয়ায় ব্যথিত কবি তাঁর বেদনার কথাও ব্যক্ত করেছেন সুতীব্র ভাষায়। 'শাহবাগ' কবিতায় কবি মাতৃভাষার মর্যাদার কথা তুলে ধরেছেন। হেমন্তে বৃষ্টির আগমন কবি মনকে ভাবিয়ে তুলেছে। কি খাবেন সারা বছর যদি ধান ডুবে থাকে! এখানে কৃষকের চিন্তার অংশীদার কবি শম্ভু ঘোষ। তাই 'হেমন্তে' কবিতায় বর্ণনা করেছেন কৃষকের আশঙ্কার কথা। 'পথ' কবিতায় কবি নতুন পথের ঠিকানা নির্দেশে মাঝিকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। কবিতাগুলি মোটামুটি একই প্রকার হলেও প্রকৃতিতে ভিন্ন। খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে যে লড়াই সেই লড়াইয়ের প্রথম সারির সৈনিক কবি শম্ভু ঘোষ। বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখা তাঁর কবিতাগুলির সমন্বয়ে 'জীবনের সিঁড়ি বেয়ে' কাব্যগ্রন্থটি কবির অভিজ্ঞ অনুভবের পাণ্ডুলিপি। তাই মানুষের কবি শম্ভু ঘোষের এই কাব্যগ্রন্থ আঞ্চলিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে অনবদ্য সৃষ্টি হয়ে থাকবে আশা করা যায়।

জীবনের সিঁড়ি বেয়ে- শম্ভু ঘোষ। প্রকাশক, পুষ্প ঘোষ, গোপালনগর, তেয়াণ্ডুল, বর্ধমান। বিনিময়- ৪০ টাকা।

চল্লিশটি কবিতার মালা দিয়ে রচিত কবি সুশান্ত কুমার ঘোষের 'ফুলের হাসি' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি ফুল ছোটদের জন্য লেখা হলেও এবং কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ ছোটদের বলে চিহ্নিত হলেও এই কাব্যগ্রন্থ ছোট বড় সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য।

'আগামী' কবিতাটিতে কবি দাদুর মুখে পুরনো দিনের তেপান্তরের রূপকথার গল্পগুলির রূপ পরিবর্তন করে বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গল্প বলার ছলে ছোটদের মধ্যে জাগ্রত করতে চেয়েছেন দেশাত্মবোধ। 'দেশটা তোমার ঘর' কবিতায় কবি ছোট বড় সকলকে শুধুমাত্র নিজের সুখ সুবিধার কথা না ভেবে হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করে সকলকে একজোট হয়ে বাঁচার মন্ত্র শিখিয়েছেন। 'পারব আমি' কবিতায় জেতার লড়াইয়ে পিছিয়ে না থেকে এগিয়ে যাবার কথা বলেছেন। মানুষ ইচ্ছা করলেই অসাধ্য সাধন করতে পারে, এই বোধ ছোটদের মধ্যে জাগ্রত করেছেন কবি। 'শপথ' কবিতা একেবারে নুতন আঙ্গিকে লেখা। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য রক্ষা, শৌচাগার ব্যবহার, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কবিতার ছত্রে ছত্রে। প্রতিটি কবিতায় ধরা পড়েছে তাঁর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা। 'অশ্বত্থ গাছের ভূত' কবিতায় ভূতের গল্পের মাধ্যমে গাছ কাটার বিপক্ষে শিশু ও বড়দের ভাবনাকে প্রভাবিত করতে চেয়েছেন। 'বন্ধু' কবিতায় সত্যিকারের বন্ধুদের প্রতি কবি দিক নির্দেশ করেছেন। সুখ-দুঃখ-ব্যথা-যন্ত্রণা-মান-অপমান ভাগ করে নিয়ে বিপদের দিনে যে পাশে থাকে সেই প্রকৃত বন্ধু এ কথা কবি স্পষ্ট বলেছেন। 'মা' কবিতায় কবি অতিপুরাতন এবং চিরনূতন কথা বলেছেন। মায়ের মত আপনার পৃথিবীতে কেউ নাই। কবি সুশান্ত ঘোষ তা আবার নতুন করে শুনিয়ে পাঠককে আনন্দে আপ্লুত করেছেন। 'হরিচরণ' কবিতাটির মাধ্যমে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সার্ধশতবর্ষের আঙ্গিনায় বিদ্যাবাগীশ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। জ্ঞানের ভাণ্ডার, বিশ্বকোষ রচয়িতা হরিচরণের নাম অনেকের কাছেই অপরিচিত, কবি শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করে মর্যাদা দিয়েছেন। 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় প্রথম ছত্রেই কবি রবীন্দ্রনাথকে যথার্থই সামগ্রিকভাবে তুলে ধরেছেন।

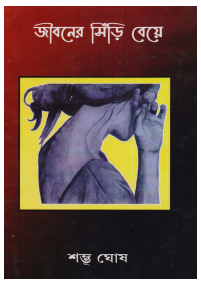

"আজকে হঠাৎ অবাক চোখে চমকে দেখি তাই তো
যাননি ছুঁয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষেত্র এমন নাই তো!"

'দাদুর ভাঁড়ার' কবিতার প্রতিটি ছত্রে কোথায় কোন কোন খাদ্যদ্রব্য বিখ্যাত তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি একটি শিক্ষামূলক কবিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কেউ হারিয়ে যায়নি' কবিতায় ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন কবি। বর্তমান প্রজন্ম কেমনভাবে যৌথ পরিবারের ভাঙন প্রত্যক্ষ করছে এবং একান্নবর্তী পরিবার মর্যাদা হারিয়ে যে একক পরিবারে অবনত হচ্ছে তা স্পষ্ট দেখিয়েছেন 'খোকার বিস্ময়' কবিতায়।

কবি সুশান্ত কুমার ঘোষের এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতার পাশে চিত্র অলংকরণ শোভা কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করে। 'ফুলের হাসি'র মধ্য দিয়ে তিনি নিশ্চয় পাঠকদের মুখে হাসি ফোটাবেন আশা করা যায়।

ফুলের হাসি- সুশান্ত কুমার ঘোষ। ছোটদের কথা প্রকাশনী, বর্ধমান। বিনিময় দায়- ৩০ টাকা।

শিবানন্দ পাল

নারীশক্তি

শিবানী পাল

কলেজের গেট থেকে বেরোতেই দু'পাশ থেকে গায়ের উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল বেলাদি আর সরিতা। কিছু বুঝবার আগেই, এক্ষুণি আপনাকে নিউ লাইফ নার্সিং হোমে যেতে হবে দিদি! বলে সরব হয়ে উঠল সরিতা।

কেন?

সুদেষ্ণাকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে।

হঠাৎ কী হল?

ওর হাসব্যাণ্ড ফোন করে জানাল, পেন উঠেছে একবার যেতে হবে। আমি, সরিতাকে সুদেষ্ণার বাড়ি আসতে বলে সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে কোন রিস্ক না নিয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিয়ে ডাক্তার শ্যামল সরকারকে ফোন করলাম। উনি কী বললেন জান? বললেন, আমি দশ দিনের ছুটিতে ফ্যামিলিসহ বেড়াতে যাচ্ছি। আমার সব কেস ডাক্তার সুধাংশু মুখার্জী দেখবেন! সঙ্গে সঙ্গে আমি ডাঃ মুখার্জীকে ফোন করলাম। উনি জানালেন, তিনি এ সবের কিছুই জানেন না! আমরা দিশেহারা! কী করব! মেয়েটা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে অথচ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না! ক্ষুব্ধ বেলাদি এক নিশ্বাসে বলে গেলেন।

আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নার্সিং হোমের দিকে হাঁটছিলাম। ওখানে এসে দেখি সুদেষ্ণাকে স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। কোন ডাক্তার দেখেনি তখনও পর্যন্ত। জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক্তারবাবু কোথায়?

বাড়িতে।

আমরা ডাক্তারের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। কাছেই তাঁর বাড়ি। কলিং বেল টিপতেই ডাক্তারবাবু নিজেই বেরিয়ে এসেছেন। বিরক্ত গলায় বললেন, আমি তো সুদেষ্ণা বিশ্বাসের কেসটা ডাঃ মুখার্জীকে হ্যাণ্ডওভার করে দিয়েছি!

হ্যাণ্ডওভার হয়নি! আপনাকেই এক্ষুণি একবার নার্সিং হোমে গিয়ে পেসেন্টকে দেখতে হবে!

আপনার হুকুম? বেশ চড়া গলা ডাক্তারের।

আমাদেরও ধৈর্য শেষ সীমায়। বললাম, আপনি যেমন মনে করবেন!

আমি এখন কোথাও যাব না! আজ আমরা ফ্যামিলি ট্যুরে যাচ্ছি। আমাদের প্যাকেজিং শেষ হয়নি, রাত দশটায় ট্রেন।

নার্সিং হোমে গিয়ে সুদেষ্ণার ব্যবস্থা না করলে আপনার ট্যুরও বন্ধ! আমি বললাম।

এটাও আপনার হুকুম নাকি? ডাক্তারের ভদ্রতা নীচের দিকে নামল।

আমরা এতক্ষণ ওঁর বাড়ির বাইরেই ছিলাম। এবার ডাক্তারকে পাশ কাটিয়ে তাঁর চেম্বারে ঢুকে একটি চেয়ারে বসে পড়লাম। আমার দেখাদেখি বেলাদি ও সরিতাও পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। তিনটে চেয়ার বেদখল হয়ে যাওয়ায় ক্ষিপ্র ডাক্তার চিৎকার করে উঠলেন, আমি পুলিশে ফোন করছি! আপনারা আমার বাড়িতে হামলা করতে এসেছেন বলে!

করুন! দেখি পুলিশ এসে কী করে!

ডাক্তার কি বুঝলেন জানি না, ধপ্ করে তাঁর চেয়ারে বসে পড়লেন। বুঝতে পারলাম আমাদের তিনজনের কথায় ডাক্তারবাবু পেশেন্টকে দেখতে যাবেন না! ফোন করতে শুরু করলাম অন্যান্য জেলা নেত্রীদের।

আপনি কি ফোন করে দল ভারী করছেন? ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন।

অবশ্যই! আপনি যদি পুলিশের কথা চিন্তা করেন, তাহলে আমাদেরও তো ভাবতে হবে পেশেন্টের কথা!

আমি তো ডাঃ মুখার্জীকে সব বলে দিয়েছি, আমারও তো ফ্যামিলি লাইফ আছে! ডাক্তারের সুর যেন নীচে নামছে।

নিশ্চয়ই! আমাদের কাছে ডাঃ মুখার্জী আর ডাঃ সরকার কোন ফ্যাক্টর নয়! আমরা পেশেন্টের চিকিৎসা চাই, আর যতক্ষণ না ওর চিকিৎসা আরম্ভ হচ্ছে ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকব!

এবার ডাক্তারের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল। উনি সত্যি সত্যি থানায় ফোন করলেন। আধ ঘন্টার মধ্যে পুলিশ এসে গেল। আমার সৌভাগ্য বর্তমান অফিসার পূর্ব পরিচিত। বেশ কয়েকটি কেস নিয়ে আমি ওঁর কাছে গিয়েছি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। উনি একবার আমার দিকে তাকিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার?

দেখছেন না এই তিন মহিলা আমার বাড়িতে এসে হামলা করছে!

আমার দিকে ইশারা করে অফিসার বললেন, ওঁকে চেনেন আপনি?

না। ডাক্তারের তাচ্ছিল্য উত্তর।

উনি এখানকার কলেজের অধ্যাপিকা এবং মহিলা সমিতির সক্রিয় কর্মী। আমি ওঁনাকে চিনি। যাক্ আপনার কী সমস্যা বলুন!

ডাক্তার নিজেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে সমস্ত ঘটনা বললেন।

পুলিশ আধিকারিক সনৎকুমার বললেন, ম্যাডাম ওঁর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছেন কেন?

আমাদের কোন অভিযোগ নেই। তবে দাবি, পেশেন্টের সুচিকিৎসার। সুদেষ্ণা বিশ্বাস প্রেগনেন্সির দু মাস থেকে ডাঃ সরকারের পেশেন্ট। এখন এডভান্স স্টেজে, এখন উনি দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। ঘন্টা তিনেক হল মেয়েটা ওঁর নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে বেডে ছটফট করছে আর উনি বেড়াতে যাবার জন্য গোছগাছ করছেন! আপনিই বলুন, কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়!

সনৎকুমার 'হুম' বলে একটি খালি চেয়ারে বসে পড়লেন, কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের সকলকে অবাক করে দিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তারপরই তাঁর গাড়ি চলে যাওয়ার আওয়াজ পেলাম। ডাক্তারও অবাক! তিনিও ভিতরে চলে গেলেন। আমরা তিনজন বাড়ির বাইরে এসে গেট বন্ধ করে দাঁড়ালাম। সরিতা বলল, একবার সুদেষ্ণাকে দেখে আসি চলো!

বললাম, তোমরা যাও, আমি এখানে থাকি!

মিনিট পনেরোর মধ্যে সরিতা ফিরে এল, সঙ্গে বিধ্বস্ত চেহারায় সুদেষ্ণার স্বামী! ওদের মুখে যা শুনলাম তাতে বুঝলাম এখনও প্রপার ট্রিটমেন্ট শুরু হয়নি। ওকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা চলছে।

কী করব বুঝতে পারছি না! সুদেষ্ণারা বেশি দিন এখানে আসেনি, ওরা আমাদের উপরই নির্ভর করে। একটা কথা বুঝতে পারলাম যে পুলিশ ডাক্তারের পক্ষে নয়! আমাদের মহিলা সমিতির সদস্যরা ভিড় করতে শুরু করেছে তখন। সময় যত এগিয়ে চলেছে একটা ভয় আমাকে ঘিরে ধরল, সুদেষ্ণার বাচ্চা যদি পেটেই মারা যায় সমস্যা আরো বাড়বে। ঘড়িতে দেখলাম রাত আট টা বাজতে চলেছে। এখন ক্ষিদে তৃষ্ণার বোধ নেই। হঠাৎ মাইকের আওয়াজ কানে এল। প্রায় ৬০-৭০ জন মহিলা নার্সিং হোমের সমানে জড়ো হয়েছে। মাইকে ডাক্তার বিরোধী শ্লোগান! আমি দৌড়ে গিয়ে নার্সিং হোমের সামনে মাইক ব্যবহার করতে নিষেধ করলাম। ওদের ডাক্তারের বাড়ির সামনে আসতে বললাম। ওরা ডাক্তারের বাড়ির সামনে উপস্থিত হল। ডাক্তারের বিরুদ্ধে শ্লোগান শুরু হল। এরই মধ্যে থানা থেকে ফোন এল। ওসি সনৎকুমার বললেন, ম্যাডাম শুনলাম আপনার মহিলা সমিতি হাজির! চিন্তা করবেন না! কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাঃ সরকারই আপনাদের পেশেন্টকে এটেণ্ড করবে! আমি বলে দিয়েছি, পেশেন্টের বাচ্চা যদি 'সহি সালামৎ পৃথিবীতে না আসে' তবে আপনার ট্যুর তো ক্যানসেল হবেই, আপনিও ছাড় পাবেন না! উনি যাচ্ছেন, এখনই সিজার হবে!

কথা শেষ না হতেই দেখলাম ডাক্তার সরকার বাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে চলেছেন নার্সিং হোমের দিকে। আমাদের কয়েকজন তাঁকে অনুসরণ করলাম। শান্তির একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল আমাদের ভিতরে। মেয়েদেরকে সনৎকুমারের কথা বললাম। কিছুক্ষণ পর সকলে নার্সিং হোমের দিকে এগিয়ে চললাম। গিয়ে শুনলাম, অপারেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। জানি না কী হবে! আকাশপাতাল ভাবনায় সকলে অস্থির হয়ে আছি। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ শিশুর কান্নার শব্দে নার্সিং হোম মুখর হয়ে উঠল। একটি সদ্যোজাত শিশু যে সমস্ত আবহাওয়া পরিবর্তন করে দিতে পারে জানা ছিল না।

আধ ঘন্টা পরে ডাক্তার ওটি থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখে আর রাগের চিহ্ন নেই। হাসিমুখেই বললেন, আপনাদের মহিলা সমিতির একজন সদস্য বাড়ল। পেশেন্ট ভাল আছে!

সবাই আমাকে কোলে তুলে নাচে আর কি! ভাবলাম, কে বলে নারীরা অবলা! জয় নারীশক্তির জয়! আবার মোবাইল বেজে উঠল। ওপারে সনৎকুমার। বললেন, কী এবার খুশি তো ম্যাডাম! মহিলাশক্তি জিন্দাবাদ! বলে ফোন কেটে দিলেন।

জন্মদিন

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

ভেতরে বাইরে তুমুল বৃষ্টি, ঢেউ
শরীরে আদিম আলোর জন্মদাগ
পুরনো অ-সুখ ভেঙেচুরে
জাগে কেউ
রোদে ও জলেতে নেই কোনো সংঘাত

তোমার ঠিকানা আষাঢ়-শ্রাবণে, গানে
বিশ্বাসে আলো, ছুঁয়ে যায় বন্ধন
বাঁধানো ঘাটেই রয়েছি এ সন্ধানে
বুকের গভীরে খুঁজে চলি স্পন্দন
গানে আবাহনে স্মৃতিময় উৎসব
জন্মের ছবি দুচোখের মাঝে লীন
অন্তরে জমা সোনালি এ বৈভব
দুঃখে ও সুখে আসবেই শুভদিন
তুমুল বৃষ্টি, আলোয় আলোয় নদী
ঘুমে, জাগরণে, দুর্বার ঘোড়া ছোটে
সাঁতরিয়ে যাই অনেক দূর অবধি
শুভকামনায় অজস্র ফুল ফোটে।

মুখ

মলয় রায়

সারাবে পৃথিবীর সব অসুখ।
পৃথিবীর মানচিত্র নয় মা
এঁকেছি পৃথিবীর মুখ।

আর একটু হলে গালে পড়েছিল
মা'র চপেটাঘাত।
হাত নেমে আসে অবাক বিস্ময়ে

পৃথিবীর মুখ আঁকতে গিয়ে
ছেলে এঁকেছে
রবীন্দ্রনাথ।

কাছের মানুষ, সারাদিন মানুষের পাশে রবীন্দ্রনাথ

মলয় রায়

ফুল নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা। চারপাশে ফুল। চারপাশে মানুষ। "পুষ্পের মুকুল/নিয়ে অরণ্যের আশ্বাস বিপুল", ফুল আর প্রকৃতিকে ভালো না বাসলে শিশুঘাতী-নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন" এমন লাইন লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনই নতুন। মানুষের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা সবের মাঝেই রবীন্দ্রনাথ হাজির। ভিটেমাটি বাস্তুর প্রতি মানুষের টান চিরকালের। রাসায়নিক সময় সেই আত্মিক টানে ফাটল ধরিয়েছে। লাভের অংকে বিকিয়ে যাচ্ছে জন্ম ভিটে। লড়াই করছেন একা রবীন্দ্রনাথ। "সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া, দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মা'য়ে এমনই লক্ষীছাড়া"—ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন অনেকেই। যারা না পারছেন একটি দংশন অনুভব করছেন।

মানুষই 'আত্মার আনন্দ ক্ষেত্র'। তিনি বিশ্বাস করতেন 'সমস্ত সমাজ যদি সুখী না হয়—তবে ব্যক্তিও সত্যকার সুখের অধিকারী হতে পারে না।"

২০১৭ সাল। মানবতার ওপর নানা রঙের নানান রকমের হামলা। ভালোবাসার মুখোশ এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে হিসেবি মহাজন। তটস্থ বেকার জীবন। বৃদ্ধবৃদ্ধা পিতামাতারা বৃদ্ধাশ্রমের পথে। বাসস্থানের অভাবে ফুটপাত আজও অনেকেরই আশ্রয়। খুন, জখম, ধর্ষণ, নারী পাচার প্রতিদিনের খবর। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ লড়াই করছেন। তখনও তিনি বলছেন "বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে।" তাঁর ঘৃণা আর্তিকে কবিতায় রূপ দিয়ে লিখেছিলেন, "নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস/শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস"।

তাঁর চোখে মানুষ নামটি ছিল একটি বিশেষ গৌরবের। তাই তিনি বলেছিলেন, "আমি একজন মানুষ, নাম রবীন্দ্রনাথ"।

আজ কৃষি জীবন বিপর্যস্ত। আলুর দাম নেই। ধানের দাম নেই, রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলেছিলেন, সমবায়ের কথা। মানুষকে বোঝাতে অনেক সাধারণ উদাহরণ টেনে বলেছিলেন, "শ্যাওড়া তলায় ভুতের ভয়। পাঁচজনে একসাথে গেলে সে ভয় দূর হয়।"

আজ যখন সমস্ত চিন্তা চেতনাকে ছিবড়ে করে দেওয়া হচ্ছে, মাথা উঁচু করে কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেলছে যুবসমাজ, সেখানেও টোটকা ওষুধ নিয়ে হাজির হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। "চিত্ত যেথা ভয়শন্য উচ্চ যেথা শির/জ্ঞান যেথা ভক্তি সেথা গৃহের প্রাচীর।" কখনো গেয়ে উঠছেন, "সঙ্কোচেরও বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।"

এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ মানুষের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে প্রতিদিন। সারাদিন রবীন্দ্রনাথ, তবু শেষ হন না রবীন্দ্রনাথ।

শতবর্ষে বিদ্রোহী কবি

—দ্বিতীয় পাতার পর

'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'বিষের বাঁশি' (১৯২৪), 'ভাঙ্গার গান' (১৯২৪), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা (১৯২৬), 'ফণি মনসা' (১৯২৭), 'জিঞ্জির' (১৯২৮), 'সন্ধ্যা' (১৯২৯), 'প্রলয় শিখা' (১৯৩০) এইসব রচনায় মানুষের মুক্তি সংগ্রাম, পৌরুষ ও বিদ্রোহের রূপ পরিস্ফুট, মানবতা ও সাম্যবাদ তাঁর কাব্যকে সমুজ্জ্বল করেছে।

ইতিমধ্যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহমদ গ্রেফতার হয়ে জেলে চলে যান। নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ ব্যাহত হয়। কবি গানের পসরা সাজিয়ে তোলেন অনর্গল। শ্যামাসঙ্গীত, ইসলামি সঙ্গীত, লোকায়ত বিভিন্ন সঙ্গীত তাঁকে মর্যাদার ভিন্নতর এক আসনে বসায়। সুরের বৈচিত্র্যে ভরপুর তাঁর সঙ্গীত। একসময় তিন জন তরুণের নাম এক সঙ্গে উচ্চারিত হতো— সুভাষচন্দ্র বসু, দিলীপ কুমার রায় এবং কাজী নজরুল ইসলাম।

সঙ্গীতে একটা নতুন ধারা তৈরি করেছিলেন নজরুল। কিন্তু ইদানীং সুরের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রাজ্ঞজন নানা প্রশ্ন তুলছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর আকাশবাণীতে কিছু সংলাপ উচ্চারণ করতে করতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। একসময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁর চিকিৎসার জন্য অর্থ জোগাড় করা এবং বিদেশেও চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সবই বৃথা হয়ে যায়। আমৃত্যু তিনি নীরব ছিলেন।

সারা জীবনে অজস্র সম্মাননা তিনি পেয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, ভারত সরকারের পদ্মভূষণ, বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান ২১-র পদক এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসাবে ঘোষণা। প্রয়াত হন ঢাকায়, ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ সনে ইংরাজি ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি সবুজ ঘেরা স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ওখানকার মাটি এনে চুরুলিয়ায় নজরুল একাডেমির পাশে প্রমীলা নজরুলের সমাধির পাশে একটি সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহকচাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়

সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন

হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস

(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)

কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।

যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ

M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

কালনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ মে : মেধাবী ছাত্র প্রিন্স দাস (২৫) ও অসংগঠিত শ্রমিক সমীর সিং (২০) দুজনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল যথাক্রমে পূর্বস্থলীর কুকশিমলা ও কালনার হাসানহাটি গ্রাম থেকে। মৃতরা স্থানীয় যুবক, কী করে তাদের মৃত্যু হল পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

দুর্ঘটনায় মাতৃযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ মে : একটি মাতৃযান করে বর্ধমান থেকে বীরভূমের মুরারই-এর কুপাই যাওয়ার পথে বীরভূমের নানুরের কাছে একটি ডাম্পারের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় ৬ জন গুরুতর আহত হন। বর্ধমান হাসপাতালে তাদের আনা হলে চিকিৎসক ৪ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৮০০ সালের ৯ মে, ফাঁসি ১৮৫৯ সালের ২ ডিসেম্বর। ২. আমেরিকার নিউইয়র্কে, ১৯৪৪ সালের ৯ মে। ৩. ১৯৪৫ সালের ৯ মে, শুরু হয় ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর, ২ কোটি ৬৬ লক্ষ। ৪. ১৯৮৬ সালের ৯ মে, ১৯৫৩ সালের ২৯ মে এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠেন। ১৫.০৫.১৯১৪। ৫. বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, ১৯০১ সালের ১০ মে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির কনফারেন্স হলে। ৬. ২০০৩ সালের ১০ মে, ২০ জন আহত অবস্থায় উদ্ধার হন। ৭. ১৯১৫ সালের ১২ মে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব পি. এন. ঠাকুর নাম নিয়ে 'সানু কামারু জাহাজ চড়ে। ৮. বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস। ১৮৫৭ সালের ১৩ মে ভারতের আলমোড়া পাহাড়ী শহরে, ১৮৯৭ সালের ২০ আগস্ট, কলকাতার পি জি হাসপাতালে। ৯. ১৯০২ সালের ১০ ডিসেম্বর। ১০. ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার, ১৭৯৬ সালের ১৪ মে। ১১. ১৯৪৮ সালের ১৪ মে, তেল আবিব। ১২. ১৯২২ সালের ১৫ মে।

জেলা বিপন্ন, চলো নবান্ন

—প্রথম পাতার পর

বাড়াচ্ছে। ২২ মে দুর্গাপুর রেলস্টেশন চত্বর লাল পতাকায় মোড়া। আগের দিন মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন ছেড়ে চলে যাওয়ায় ক্ষোভ ও বেড়েছে সবার। লাখ লাখ মানুষের ভিড় যাতে তাঁর ঘুম কেড়ে নেয় তারই জেদ চেপেছে দুর্গাপুরে। স্টেশন চত্বরে মানুষের ভিড় সেকথাই বলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী মলয় ঘটকের আসানসোল তো শ্মশানে পরিণত। একটাই কাজ কেন্দ্রের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে দমিয়ে রাখা। কর্পোরেশন হওয়ার পর রানিগঞ্জ অবহেলিত। কয়লাখনি, ইস্কো, এবিজিএল সর্বত্রই বন্ধের মুখে। শ্রমিকরা বিপন্ন, চলো নবান্ন।

ইতিমধ্যে দিকে দিকে জেলা জুড়ে নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতি সভা শেষ হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র মেমারি জোনালের উদ্যোগে ১৯ মে বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় সি আই টি ইউ অফিসের সামনে থেকে একটি বিশাল মিছিল ডি ভি সি পাড়া, কৃষ্ণবাজার, স্টেশন বাজার হয়ে বামুনপাড়া মোড়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ মে-কালনার জিউধারা থেকে নিভুজি মোড় পর্যন্ত প্রায় ছ'কিমি দীর্ঘ পথে নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতিতে একটি মহামিছিল সংগঠিত হয়। সহস্রাধিক মানুষ লালঝাণ্ডা হাতে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে নিভুজিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুকান্ত কোঙার, বীরেন ঘোষ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন শ্যামল পাল। সারা ভারত কৃষক সভার কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে ১৭ মে নান্দাই-এ নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন কৃষ্ণচন্দ্র চাল। কালনার জিউধারাতেও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৭ মে। এই সভায় বক্তব্য রাখেন বীরেন হালদার, নবকুমার বাগ, গৌতম দাস প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন বাবুলাল বিশ্বাস। ১৭ মে পূর্বস্থলীতে সি পি আই (এম) পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির উদ্যোগে সমুদ্রগড়ের নিমতলা থেকে এস টি কে কে সড়ক ধরে চার কিমি পথ অতিক্রম করে একটি মহামিছিল। নসরতপুরে পথসভার মধ্যে দিয়ে এই মহামিছিল শেষ হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সুব্রত ভাওয়াল। মহামিছিলের অগ্রভাগে পথ হাঁটেন কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য অঞ্জু কর, জেলা কমিটির সদস্য তাপস চ্যাটার্জি, বিধায়ক প্রদীপ সাহা, সাহাদুল খান প্রমুখ। সি পি আই (এম) কালনা ২ লোকাল কমিটির উদ্যোগে ১৬ মে অনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪টি গ্রামে নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতিতে প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই প্রচার চলে। কর্মীদের সাথে এই প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন মহম্মদ শাহ, অশোক ঘোষ, নবকুমার বাগ প্রমুখ নেতৃত্ব। রানিগঞ্জের বল্লভপুরে বামপন্থী গণসংগঠনগুলির ডাকে নবান্ন অভিযানকে সফল করতে একটি বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। রবিন সেন স্মৃতি ভবন থেকে মিছিল বল্লভপুর পেপার মিল গেটে শেষ হয়। মিছিলে আওয়াজ ওঠে- কারখানা চালু করতে হবে, সম কাজে সম বেতন দিতে হবে। মিছিলের শেষে আজাদি প্রসাদ, হেমন্ত প্রভাকর বক্তৃতা করেন।

জন্মদিনে হো চি মিন-কে শ্রদ্ধা

—প্রথম পাতার পর

মিন উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হন। বিভক্ত ভিয়েতনামকে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পুনরায় সংযুক্ত করার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কমিউনিজমের সম্প্রসারণে আতঙ্কিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম-এর পক্ষে দাঁড়িয়ে সৈন্যবাহিনী পাঠায়, সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৬০ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন করে দক্ষিণ ভিয়েতনাম-এর তাঁবেদার সরকার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং দুই ভিয়েতনামের একীকরণের জন্য লড়াই শুরু হয়। উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট গেরিলা বাহিনী ভিয়েতকং দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পলায়নে বাধ্য হয়।

তাঁরই প্রদর্শিত পথে কমিউনিস্টদের এই মহাবিজয়কে হো চি মিন দেখে যেতে পারেননি। ১৯৬০ সালের মধ্যভাগ থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকেও তিনি অবসর নেন। কিন্তু তাঁরই মহান অনুপ্রেরণায় সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। ১৯৬৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর তিনি প্রয়াত হন। ১৯৭৫ সালে কমিউনিস্ট বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনাম-এর রাজধানী সায়গন দখল করে তার নামকরণ করে হো চি মিন নগর। ১৯৭৮ সালের ২ জুলাই চূড়ান্ত জয় ও সংযুক্ত ভিয়েতনাম ও ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। হো চি মিন-এর স্বপ্ন সফল হয়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি দিয়া বাদ্যকর, স্বামী অসীম বাদ্যকর। বুড়িরবাগান, থানা : বর্ধমান সদর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমান নিকট ১৬ মে ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে বিবাহের পূর্বে আমার নাম ছিল মালা বাদ্যকর, পিতা— জয়দেব বাদ্যকর। যা আমার আধার কার্ডে ও স্কুলে ভর্তির রেজিস্টারে নথিভুক্ত আছে। বিবাহের পরে আমি দিয়া বাদ্যকর, স্বামী অসীম বাদ্যকর নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম। দিয়া বাদ্যকর স্বামী অসীম বাদ্যকর ও মালা বাদ্যকর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

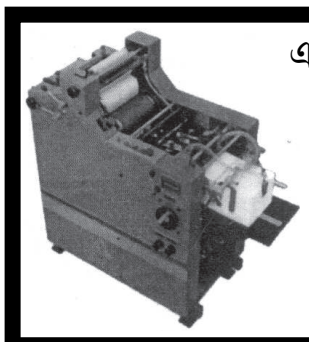

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

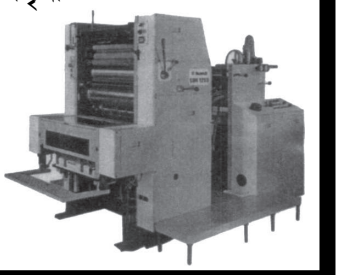

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা